যুগান্তর

তারিখ 10 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এবার তাহলে ডাকসু নির্বাচন

মুনীর মমতাজ

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। সে অনেক অতীতের কথা। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ডাকসু কি জানে না। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের অনেক ছাত্রছাত্রীই মনে করে, ডাকসু একটি সংগ্রহশালা, যার কাজ দুপুরে খিচুড়ি বিক্রি করা। ডাকসু নিয়ে ব্যক্তিগত কৌতূহল ছাড়া এর বেশি কিছু জানা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দীর্ঘ ১৮ বছর ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় বেশ কয়েকটি প্রজন্ম ডাকসুকে সক্রিয় অবস্থায় দেখেনি। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেখান থেকে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে এসে দেশ পরিচালনার হাল ধরে। ডাকসু ছিল তাদের রাজনীতি চর্চার ল্যাবরেটরি। দীর্ঘদিন ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার কারণে দেখা দিয়েছে যোগ্য নেতৃত্বের সংকট। অন্যদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কথা বলার লোক নেই। দীর্ঘদিন গণরুমযাপন, অপুষ্টিকর খাবার, আর সেশন জটে পড়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই শেষ পরিণতি আদু ভাই কিংবা দাদুভাই হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

ইতিহাসের পাতা থেকে

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাকসু ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় ও রাজনীতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে ১ টাকা হারে চাঁদা প্রদান করে ডাকসুর সদস্য হতে হতো। প্রথমদিকে ডাকসুতে নিয়মিত নির্বাচন হলেও স্বাধীনতার পর ৩৭ বছরে মাত্র ৬ বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রথম ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে ডাকসু ভিপি (সহ-সভাপতি) নির্বাচিত হন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালে এবং আমান খোকন পরিষদ জয়লাভ করে। ১৯৯০ সালের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোনবারই ডাকসু নির্বাচন হয়নি। এমনকি '৯০-এর আগে স্বৈরাচার এরশাদ ক্ষমতায় থাকতেও ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু '৯০-পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলো ডাকসু নির্বাচন দিতে পারেনি। '৯০-এর পর থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজ পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন হয়নি।

গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় ডাকসু

ডাকসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রস্থল। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অভাব-অভিযোগ ডাকসু নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে। কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। ডাকসু প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। জাতীয় সংকটে ডাকসু এগিয়ে আসে সবার আগে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ অসংখ্য আন্দোলন সংগ্রামে ডাকসু অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অতিতে যারা ডাকসুর নেতৃত্ব দিয়েছে আজ তাদের অধিকাংশই দক্ষতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করছে।

অকার্যকর ডাকসুকে চাঁদা দিতে হয় শিক্ষার্থীদের

১৮ বছর ডাকসু নির্বাচন না হলেও প্রতি বছর নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। আবার প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচনের জন্য মোটা অংকের টাকা বাজেটে বরাদ্দ থাকে কিন্তু কোনবারই ডাকসু নির্বাচন আলোর মুখ দেখে না।

নানা মুনির নানা মত

ডাকসু নির্বাচন হওয়া না হওয়া নিয়ে কী ভাবেন নতুন ও বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রনেতারা? টুকরো টুকরো সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সেসব কথা...

তথাকথিত দুটি ছাত্র সংগঠনের লালিত পালিত পরস্পরবিরোধী ছাত্র সংগঠনের চর দখলের রাজনীতির কারণে ডাকসু নির্বাচন বন্ধ আছে। ডাকসু সম্পূর্ণ ছাত্রদের সংগঠন, সরকারের এখানে মাথা ঘামানো উচিত নয়। তবে, ডাকসু নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট অবহেলা আছে।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
সাবেক ভিপি, ডাকসু

ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। দীর্ঘদিন কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে ডাকসু নির্বাচন হয়নি। তবে দিন বদলের স্লোগান দিয়ে আমাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছে ডাকসু নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়বে বলে আশা করি। আমি মনে করি ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি খুব ভালো। এ সময় ডাকসু নির্বাচন দিলে সবাই অংশগ্রহণ করবে।

সোহেল রানা টিপু
সভাপতি, ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সঠিক গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে ডাকসু নির্বাচনের বিকল্প নেই। দীর্ঘদিন ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না এজন্য শুধু আমরাই দায়ী নয়, বিএনপি সরকারের প্রথম টার্মে আমরা ডাকসু নির্বাচন দিতে চাইলে ক্যাম্পাসে নির্বাচনের পরিবেশ নেই বলে ছাত্রলীগ নির্বাচন বর্জন করে। তবে এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচন করার আগে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন। সুস্থ পরিস্থিতিতে ডাকসু নির্বাচন হলে ছাত্রদল অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে।

হাসান আল মামুন
সভাপতি, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাবি

সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চায় ডাকসু নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। ডাকসু নির্বাচন হলে ছাত্রদের নেতৃত্ব দাঁড়াবে এখানে ছাত্ররাই ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করবে। ডাকসু নির্বাচন আমাদের অন্যতম দাবি। ২০০৫ সালের ১৩ দফার মধ্যে একটি অন্যতম দাবি ছিল ডাকসু নির্বাচন। দীর্ঘ ১৮ বছর ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার পেছনে প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব ছিল। নতুন সরকারের কাছে আমাদের দাবি সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চার জন্য দ্রুত ডাকসু নির্বাচন দেয়া হোক।

গোলাম কিবরিয়া শাহীন
সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকসু আসলে বিশেষ কোন দলের পক্ষপাতিত্ব করে না। এটি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন। সুস্থ ধারার রাজনীতি ও পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতির কথা মাথায় রেখে অবশ্যই ডাকসু নির্বাচন হওয়া দরকার।

বাণী ইয়াসমিন
সাংগঠনিকসম্পাদক, ছাত্রলীগ, রোকেয়া হল

এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচন দেয়া প্রয়োজন। ডাকসু নির্বাচন যত বিলম্বিত হবে সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চা ততদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না। কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে দীর্ঘ দেড় যুগ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

শেখ মোহাম্মদ আলী
মুহসীন হল

বিশাল জয় নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। তারা দিন বদলের যে স্লোগান নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে ছাত্র রাজনীতিতেও সে স্লোগানের বাস্তবায়ন ঘটানো উচিত। আর এজন্য প্রয়োজন ডাকসু নির্বাচন। আমাদের নীল সাদা দলের শিক্ষকরা ক্ষমতায় এলে তারা পলিটিক্স শুরু করে ডাকসু নির্বাচনের কথা তারা চিন্তা করে না।

সাঈদ মজুমদার
সূর্যসেন হল

ডাকসু নির্বাচন আমাদের অনেক দিনের দাবি। দিন বদলের স্লোগানে সাড়া দিয়ে নীবর ভোটাররা আমাদের ভোট দেয়। তাদের অধিকার আদায়ে এবং পরবর্তী নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য দ্রুত ডাকসু নির্বাচন দেয়া প্রয়োজন।

সিদ্দিকী নাজমুল আলম
সহ-সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি